মিরপুর পৌরসভায় সব নাগরিক সুযোগ সুবিধা বাড়াবো- নবনির্বাচিত মেয়র এনামুল হক

নবনির্বাচিত কুষ্টিয়ার মিরপুর পৌর পরিষদের সদস্যদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে মিরপুর পৌরসভা হলরুমে পরিষদের সদস্যদের এই সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

নবনির্বাচিত পৌর মেয়র হাজী এনামুল হকের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন ১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. আলম মন্ডল, ২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর নজরুল মল্লিক, ৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ইলিয়াস কাঞ্চন, ৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর আপান মোল্লা, ৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর জাহিদ হোসেন, ৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর জমির উদ্দিন, ৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর রেজাউল করিম, ৮ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাইফুর রহমান নাজিম ও ৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাইফুল গণি।

এছাড়াও ১, ২ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সংরক্ষিত কাউন্সিলর মোছা. শাহনাজ খাতুন, ৪, ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সংরক্ষিত কাউন্সিলর মোছা. হালিমা খাতুন এবং ৭, ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সংরক্ষিত কাউন্সিলর লাকী বেগম।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে নবনির্বাচিত পৌর মেয়র হাজী এনামুল হক বলেন, বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই স্বপ্নকে বাস্তবায়নে মিরপুর পৌরসভায় সব নাগরিক সুযোগ সুবিধা বাড়াবো। পাশাপাশি ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে পৌরবাসীর সেবাপ্রাপ্তি সহজ করতে নানামুখী কার্যক্রম হাতে নিতে চাই।তবে, সবসময় দল ও জনগণের পাশে থাকতে চান বলে জানান এই আওয়ামী লীগ নেতা।

এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পৌরসভার সচিব আনারুল ইসলাম, সুলতান পুর সিদ্দিকিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ আবদুল মান্নান ফারুকী, মিরপুর পৌর জামে মসজিদের ইমাম মুফতি ফারুক হুসাইন প্রমুখ। সভায় স্থানীয় বিভিন্ন মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আমাকে বাঁচান- ‘মিস্টার বাংলাদেশ’র খেতাবপ্রাপ্ত–রতন কুমার পাল

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আপনি কত মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বহু মানুষকে চিকিৎসা সহায়তা দিয়েছেন। জীবনের শেষ বেলায় এসে আমি আপনার কাছে মিনতি করছি, আমাকে বাঁচান। অনেক কষ্টে দিন কাটে আমার। আমার কিছুই নেই। আপনি আমার পাশে দাঁড়ান। আমি যন্ত্রণার জীবন থেকে মুক্তি চাই। এভাবেই কথাগুলো বলছিলেন আন্তর্জাতিক পদক জয়ী (ভারোত্তোলক) রতন কুমার পাল। তিনি ‘মিস্টার বাংলাদেশ’র খেতাবপ্রাপ্ত একজন আন্তর্জাতিক ক্রীড়াবীদ।

স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ মিলিয়ে ৭০টির মতো পদক জিতেছেন এক সময়ের কৃতী ভারোত্তোলক (ওয়েট লিফটার) রতন কুমার পাল।তিনি ‘মিস্টার বাংলাদেশ’ উপাধি পাওয়া খ্যাত ২০০২ সালে হাঁটুর হাড়ে ক্ষয় রোগ দিলে অসুস্থ হয়ে পড়েন এখন শুয়ে শুয়ে কাঁদছেন অলিম্পিক পদকজয়ী এই খেলোয়াড়। অসুস্থ হয়ে এখন মানবেতর জীবনযাপন করছেন তিনি।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একাধিক পদকজয়ী এই কৃতী খেলোয়াড় দীর্ঘদিন ধরে শয্যাশায়ী। কেঁদে কেঁদে বাঁচার আকুতি জানিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে চিকিৎসা সহায়তা চেয়েছেন স্বনামধন্য এই ভারোত্তোলক।

কুষ্টিয়া শহরের রাজারহাট এলাকার হেরঙ্গ কুমার পালের ছেলে রতন কুমার পাল ১৯৮০ সাল থেকে টানা ২০০০ সাল পর্যন্ত খেলাধুলায় অংশ নিয়েছেন। এ সময় স্বর্ণ, রৌপ্য, ব্রোঞ্জ মিলিয়ে প্রায় ৭০টির মতো পদক অর্জন করেন তিনি। বডিবিল্ডার হিসেবে ‘মিস্টার বাংলাদেশ’ উপাধি পান। ৬৪ বছর বয়সী এই ভারোত্তোলক এখন শয্যাশায়ী।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ভার উত্তোলন করতে করতে হাঁটুর হাড় ক্ষয় হয়ে যায় রতন কুমার পালের। ২০০০ সালের শেষের দিকে তার হাঁটুর হাড়ে ক্ষয় রোগ ধরা পড়ে। ২০১০ সালে ভারতের ভেলোরে চিকিৎসা করিয়ে কৃত্রিম হাঁটু সংযোজন করা হয়। এরই মধ্যে দুবার ব্রেন স্ট্রোক করেছেন তিনি। এখন হাঁটাচলা করতে পারেন না। দীর্ঘদিন ধরে শয্যাশায়ী। টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছেন না। একসময় তার পাশে হাজারো মানুষ ও ভক্তরা থাকলেও এখন খোঁজখবর নেন না কেউ।

‘মিস্টার বাংলাদেশ’র জীবনের ডায়েরিতে দেখা যায়, রাশিয়া, চীন, বুলগেরিয়া ও ভারতসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন রতন কুমার পাল। এসব প্রতিযোগিতা থেকে ১৬টি স্বর্ণপদক, ৩১টি রৌপ্যপদক, ২২টি ব্রোঞ্জপদক ও দুটি আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। পাশাপাশি অলিম্পিক পদকসহ অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন তিনি।

‘কেমন আছেন’ জানতে চাইলে ‘ভালো নেই, ভীষণ কষ্টে আছি’ উত্তর দিয়ে কথা শুরু করেন রতন কুমার পাল। সেই সঙ্গে বলেন, কেউ আমার খোঁজখবর নেয় না।

রতন কুমার পাল বলেন, আমি ভীষণ অসুস্থ। খুবই কষ্টে আছি। টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছি না। ওষুধ কিনতে পারছি না। সংসার চলে না আমার। অথচ একদিন দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জসহ অনেক পদক পেয়েছি।

‘দেশের হয়ে অনেক পদক ও সনদ অর্জন করেছি’ উল্লেখ করে রতন কুমার পাল বলেন, এখন অসুস্থ অবস্থায় খেয়ে না খেয়ে দিন কাটে বিছানায়। কৃত্রিম হাঁটু সংযোজন করা হয়েছে। চলতে-ফিরতে পারি না। ওষুধ কিনতে পারি না। এখন মনে হয় খেলা করে ভুল করেছি। এসব পদক কোনো কাজে আসছে না। সব পদক দিয়ে হলেও আমি বাঁচতে চাই।

নিজের অর্জিত সব পদক দুই হাতে উঁচু করে ধরে কাঁদতে কাঁদতে রতন কুমার পাল বলেন, একসময় আমি দুই হাত দিয়ে ১০০-১৫০ কেজি পর্যন্ত তুলেছি। দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছি। আজ হাত দিয়ে ভাত খেতে পারি না। পা দিয়ে চলতে পারি না। এর চেয়ে বড় কষ্ট পৃথিবীতে নেই।

জীবনের দুর্যোগময় সময়ে রতন কুমার পালের পাশে রয়েছেন স্ত্রী যুথিকা রানি পাল। স্বামীর চিকিৎসার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহযোগিতা চেয়েছেন তিনি।

যুথিকা রানী পাল বলেন, আমার স্বামী আন্তর্জাতিক ভারোত্তোলক। নামকরা খেলোয়াড়। বর্তমানে তিনি অসুস্থ। তার অবস্থা ভীষণ খারাপ। চলাফেরা করতে পারেন না। হাত পা বাঁকা হয়ে গেছে। বিছানায় প্রস্রাব-পায়খানা সারেন। মুখে খাবার তুলে দিতে হয়। চিকিৎসা করানোর সামর্থ্য নেই আমাদের। অর্থের অভাবে দুই বছর ধরে তার চিকিৎসা বন্ধ।

তিনি বলেন, রতন কুমার সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন। কিন্তু সরকারিভাবে কোনো সাহায্য-সহযোগিতা পাইনি আমরা। বর্তমানে আমাদের সংসারের অবস্থা খুবই খারাপ। সংসার চলে না। তার চিকিৎসা করানোর টাকা নেই। একমাত্র ছেলেকে লেখাপড়া করাতে পারছি না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে বিনীত অনুরোধ, আমাদের সহযোগিতা করুন; আপনি আমাদের বিপদে পাশে না দাঁড়ালে হয়তো আমার স্বামী বাঁচবে না। কারণ আপনি ছাড়া আমাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই।

যুথিকা রানী পাল আরও বলেন, ভার তুলতে তুলতে তার দুই পায়ের হাড় ক্ষয়ে গেছে। ২০০০ সালে তার বোনআর্থ্রাইটিস রোগ ধরা পড়ে। ভারতের ভেলোরে চিকিৎসা করে ২০১০ সালে হাঁটু রিপ্লেসমেন্ট করা হয় তার। এতে ১০ লাখ টাকা খরচ হয়। চিকিৎসার পরও হাঁটতে পারেন না তিনি। এখন অসহায় জীবনযাপন করছেন।

রতন কুমার পালের ভাই গণেশ কুমার পাল বলেন, টাকার অভাবে ভাইয়ের চিকিৎসা করাতে পারছি না। তার সংসারই চলে না, কি দিয়ে চিকিৎসা করাবে? তাদের খোঁজ নেয় না কেউ। আমাদেরও আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। টাকা থাকলে আমরাই ভাইকে সহায়তা করতাম। এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অনুরোধ, আমার ভাইয়ের পাশে দাঁড়ান। আপনি পাশে দাঁড়ালে হয়তো আমার ভাই বেঁচে যাবে। কারণ তাকে সহায়তা করার কেউ নেই।

কুষ্টিয়ায় বসুন্ধরা বিটুমিন

ডিলারশিপের উদ্বোধন

কুষ্টিয়ায় বসুন্ধরা বিটুমিন ডিলারশিপের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার রাতে শহরের একটি রেস্তোরাঁয় ডিলারশিপের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এর উদ্বোধন করেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী।

বসুন্ধরা বিটুমিন ডিলার পেট্রন হোল্ডিংস লিঃ এর কর্ণধার রিয়াদ খন্দকারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আতা, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল হক, সড়ক ও জনপথ বিভাগ কুষ্টিয়ার নির্বাহী প্রকৌশলী তানিমুল হক, এলজিইডি কুষ্টিয়ার নির্বাহী প্রকৌশলী শাহেদুর রহমান মন্ডল, বসুন্ধরা গ্রুপের এক্সিকিউটিভ অফিসার (মার্কেটিং) আবুল হায়াৎ আলী গাউছ প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ আর আগের অবস্থানে নেই। দৌঁড়ের কাতারে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। উন্নত দেশের পথে আমাদের এই বাংলাদেশ। রাস্তা ঘাটের উন্নয়নে বিশ্বের সামনে প্রশংসিত হচ্ছে।

দেশের ইতিহাসে বেসরকারি খাতে বিটুমিন বাজারজাত এটাই প্রথম বসুন্ধরা গ্রুপ উল্লেখ করে বক্তারা আরও বলেন, প্রগতিশীল উন্নয়নকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিতে বসুন্ধরা গ্রুপ দেশের মাটিতে বিটুমিন কারখানা তৈরি করছে এটি আমাদের দেশের জন্য অনেক বড় পাওয়া। কম্পিটিশন বিবেচনায় নিশ্চয়ই ভালো কিছু হবে বসুন্ধরা বিটুমিন এ।

বসুন্ধরা গ্রুপের এক্সিকিউটিভ অফিসার (মার্কেটিং) আবুল হায়াৎ আলী গাউছ জানান, দেশে বর্তমানে ৫ লাখ টন বিটুমিনের চাহিদা রয়েছে। যার প্রায় পুরোটাই বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা হয়। অন্যদিকে বসুন্ধরা বিটুমিন প্ল্যান্টে বছরে নয় লাখ টন বিটুমিন উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে। এতে করে দেশের চাহিদা পূরণ করে সক্ষম এই বসুন্ধরা বিটুমিন।

এসময় উপজেলা প্রকৌশলী, পৌরসভার প্রকৌশলী সহ দেড় শতাধিক ঠিকাদার উপস্থিত ছিলেন।

ভেড়ামারায় তরুণীর মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় জিকে সেচ খালের পানিতে অজ্ঞাতপরিচয় এক তরুণীর বিবস্ত্র মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার সকালে ভেড়ামারায় চন্ডিপুর এলাকার জিকে (গঙ্গা-কপোতাক্ষ) প্রধান ক্যানেলের পানি থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

মরদেহ উদ্ধারকারী ভেড়ামারা থানার উপপুলিশ পরিদর্শক (এসআই) মনির জানান, সকালে ক্যানেলের পানিতে বিবস্ত্র নারীর মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে সংবাদ দেয়।

সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহ জালাল, বুধবার সকালে উপজেলার চন্ডিপুর গ্রামের জিকে প্রধান সেচ খালের পানিতে এক তরুণীর বিবস্ত্র ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করেছে পুলিশ। এখনো কেউ এই মরদেহের পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেনি।

এ মুহূর্তে মৃত্যুর সঠিক কারণ বা রহস্য বলা মুশকিল; তবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এটি কেবল অস্বাভাবিক মৃত্যুই নয়, ধর্ষণসহ নির্মম নৃশংসতার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। এ ঘটনায় তদন্তসহ আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু করেছে পুলিশ।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্তি পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান জানান, আপাতত মনে হচ্ছে তাকে হত্যা করা হয়েছে। ধর্ষণের কোন ঘটনা আছে কি-না তা ময়না তদন্ত ও পরীক্ষার পর জানা যাবে। তদন্ত চলছে।

দেশ ও জাতির কাছে আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে

কুষ্টিয়ায় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছেন নবাগত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম।

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) লুৎফুন নাহারের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসকসহ সাংবাদিক নেতৃত্ববৃন্দ।

নতুন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেন, দেশ ও জাতির কাছে আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। তাই দায়িত্ব পালনে আপনাদের (সাংবাদিক) আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

মতবিনিময় সভায় আরও বক্তব্য দেন কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের সভাপতি গাজী মাহাবুব রহমান, সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান ডাবলু, সাংবাদিক নুর আলম দুলাল, সাজ্জাদ রানা, তৌহিদী হাসান শিপলু ও হাসান আলী।

এছাড়াও মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উপ-পরিচালক মৃণাল কান্তি দে, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ওবায়দুর রহমান, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জুবায়ের হোসেন চৌধুরীসহ স্থানীয় সাংবাদিকরা।

কুষ্টিয়া শহর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতির উপর হামলা

কুষ্টিয়া শহর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মানজিয়ার রহমান চঞ্চলের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় চঞ্চলসহ তার আরো এক সহযোগী গুরুতর

জখম হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শহরের বঙ্গবন্ধু সুপার মার্কেটে এ ঘটনা ঘটে। তাদেরকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

জানা গেছে, দোকান নিয়ে বিরোধের জের ধরে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। শহরের বঙ্গবন্ধু মার্কেটের দোতলায় প্রকৌশলী রহমত আলীর বেশ কয়েকটি দোকান রয়েছে। তার কাছ থেকে কয়েকটি দোকান ক্রয় করেন রফিকুল। দোকান কেনার পর তিনি রহমত আলীর অন্য দোকানের সামনের জায়গা দখল করে মালামাল রেখে আসছেন।

এই বিরোধ মীমাংসার জন্য সন্ধ্যায় সেখানে যান জেলা যুবলীগের সভাপতি রবিউল ইসলাম, শহর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মানজিয়ার রহমান চঞ্চল ও যুবলীগ নেতা নরুল ইসলাম সুরুজ।

মীমাংসা নিয়ে আলোচনা চলাকালে হঠাৎ করে রড, লাঠি, হকস্টিকসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে চঞ্চল ও তার সহযোগিদের উপর হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। এতে গুরুতর আহত হন তিনি তার এক সহযোগী। এরপর দোকানে আটকে রাখা হয় তাদের। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় চঞ্চলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়া হয়।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান জানান, বিষয়টি জানার পর ফোর্স পাঠিয়েছিলাম। তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।’

এদিকে চঞ্চলের উপর হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আতাসহ নেতৃবৃন্দ। তারা দ্রুত ঘটনার সাথে জড়িতদের চিহিৃত করে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন।

কুষ্টিয়ায় ছিনতাইকারী দলের

মূলহোতাসহ আটক ৭

কুষ্টিয়ার মিরপুর থানা পুলিশের অভিযানে ছিনতাইকারী দলের মূলহোতাসহ ৭ জনকে আটক করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে মিরপুর থানায় এক সংবাদ সম্মেলনে কুষ্টিয়ার সিনিয়র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আজমল হোসেন এ তথ্য জানিয়েছেন।

আটককৃতরা হলো- মানিকগঞ্জ জেলার চর ঘোস্তা এলাকার মো: আলতাফ হোসেন ব্যপারীর ছেলে লিটন ব্যাপারী (২০), বরিশাল জেলার আগুন ঝরা উপজেলার চেঙ্গুটিয়া গ্রামের মৃতঃ মহব্বত আলীর ছেলে ওয়াহিদ আলম (৩৮), মাগুরা জেলার রাওতলা গ্রামের হাফিজার বিশ্বাসের ছেলে মো: সাইদুল ইসলাম, পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার চর গরগরি গ্রামের ইজাব আলী মন্ডলের ছেলে শুকনাল ওরফে শুকুর আলী (২৫) একই উপজেলার বাবুলচারা গ্রামের আব্দুল ওহাব খাঁনের ছেলে আরাফাত হোসেন (১৯), বাশের বাধা গ্রামের আপাল প্রামানিকের ছেলে ইমন প্রামানিক এবং নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার মাসকা পশ্চিমপাড়া গ্রামের কাজিম উদ্দিনের ছেলে ওসমান গণি (৩০)।

সংবাদ সম্মেলনে কুষ্টিয়ার সিনিয়র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আজমল হোসেন বলেন, গত ৩১ জানুয়ারি রাত সাড়ে ৩টার দিকে পাবনা জেলার শহিদুল ইসলাম পাবনার টেবুনিয়া বাজারে সাইদুলের আড়ৎ থেকে শ্যালো ইঞ্জিন চালিত আলগামনে ৭০৪ খাচি ডিম নিয়ে আসার সময় কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার নয় মাইল নামক স্থানে পৌঁছলে তার গাড়িসহ ডিম ছিনতাই হয়।পরে শহিদুল ইসলাম মিরপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

তিনি আরও বলেন, মামলার পর সিসিটিভির ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের শনাক্ত করা হয়। এরপর মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে বিভিন্ন জেলায় অভিযান চালিয়ে ছিনতাইকারী দলের মূলহোতাসহ ৭ জনকে আটক করেন। এছাড়াও ছিনতাইকৃত আলগামন ও ছিনতাই কাজে ব্যবহৃত ১টি ট্রাক জব্দ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় নবাগত জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ

কুষ্টিয়ার নবাগত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

গতকাল রবিবার সকালে তিনি বিদায়ী জেলা প্রশাসক মো: আসলাম হোসেনের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেন।

নবাগত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম ২২তম বিসিএস ক্যাডার। তার বাড়ি গাজীপুর জেলায়।

তিনি এর আগে স্ট্রেনদেনিং পাবলিক ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম সার্ভিস ডেলিভারির প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ অ্যান্ড কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

নবাগত জেলা প্রশাসক কুষ্টিয়াবাসীর সহযোগিতা কামনা করে তিনি বলেন, সাংস্কৃতিক রাজধানীখ্যাত এই কুষ্টিয়া জেলায় জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ায় বেশ ভালো লাগছে।

এছাড়াও বৈশ্বিক মহামারী করোনা মোকাবিলায় করোনা শিষ্টাচার মেনে চলার জন্য কুষ্টিয়াবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

গত ২৮ জানুয়ারি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এই নিয়োগ দিয়ে আদেশ জারি করা হয়। এদিকে বদলীকৃতডিসি মো.আসলাম হোসেনকে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উপ-সচিব হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

ভেড়ামারাকে আধুনিক পৌরসভা হিসেবে গড়ে তোলার ঘোষণা

নির্বাচিত মেয়র টুটুলের

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা পৌরসভাকে আধুনিক পৌরসভা হিসেবে গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছেন নব নির্বাচিত পৌর মেয়র আনোয়ারুল কবির টুটুল। এজন্য তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত সবার সহযোগিতা চেয়েছেন তিনি।

বুধবার বিকালে পৌর ভবনে ৩নং ওয়ার্ডের আয়োজনে নব নির্বাচিত মেয়রকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, অর্থনীতি, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি থেকে সবক্ষেত্রেই সমৃদ্ধ এই কুষ্টিয়া জেলা। আর এসব ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ভেড়ামারা উপজেলা। এজন্য ঐতিহ্যের সমন্বয়ে আধুনিকভাবে গড়ে তোলা হবে এই ভেড়ামারা পৌরসভাকে। আমরা একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। আমাদের কাউন্সিলরদের সাথে নিয়ে এবং সাধারণ নাগরিকদের মতামতকেও গুরুত্ব দিয়ে কর্ম পরিকল্পনা সাজানো হবে।

পৌরসভার নীতিমালা অনুযায়ী ভেড়ামারা পৌরভবন পরিচালিত হবে উল্লেখ করে নবনির্বাচিত মেয়র বলেন, ভেড়ামারা পৌরসভা হবে নাগরিক সুবিধা সম্বলিত জনবান্ধব আধুনিক পৌরসভা। দেশের মধ্যে সেরা পৌরসভা হিসাবে গড়ে তুলতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চলমান থাকবে।

রেজাউল ইসলামের সভাপতিত্বে এসময় বক্তব্য রাখেন, কেন্দ্রীয় জাসদের সাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলিম স্বপন, উপজেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক এসএম আনছার আলী, পৌর জাসদের সাধারণ সম্পাদক আবু হেনা মোঃ কামাল মোস্তফা বকুল, কাউন্সিলর নাইমুল ইসলাম, সোলাইমান মাস্টার, আসাদুজ্জামান টমা, নজরুল ইসলাম নজু, রেনু খাতুন, রোজী হাসান, রোকোয়া খাতুন, সাইদুর রহমান, লাল মোহাম্মদ লালু, সাজেদুর রহমান, সোহাগ জোয়ার্দার শাপলা, সুজন বিশ্বাস প্রমুখ।

এর আগে নব নির্বাচিত মেয়র আনোয়ারুল কবির টুটুলকে ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত করেন ওয়ার্ডবাসী।

প্রসঙ্গত, জাসদ সমর্থিত মশাল প্রতীক নিয়ে চলতি বছরের ১৬ জানুয়ারি পৌরবাসীর প্রত্যক্ষ ভোটে তিনি মেয়র নির্বাচিত হন। গেলো মঙ্গলবার খুলনা বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ে মেয়র ও কাউন্সিলরদের নিয়ে শপথ বাক্য পাঠ করেন।

আল জাজিরার প্রতিবেদন উদ্ভট ও কাল্পনিক: মাহবুব উল আলম হানিফ

আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব-উল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, আল জাজিরা উদ্ভট ও কাল্পনিক একটা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে যার সাথে আমাদের প্রধানমন্ত্রী, সরকার বা রাষ্ট্রের সাথে কোন সর্ম্পক নেই।

দেশের বাইরে পলাতক এক আসামী কথোপকথন তুলে ধরা হয়েছে। আর হারিছ আহম্মেদ আর সরকারের মধ্যে কোন দূর্নীতির চিত্র সেখানে নেই। সেও পলাতক আসামী। লন্ডনে দন্ডপ্রাপ্ত পলাতক তারেক রহমানের সাথেও তো বিএনপির নেতারা গিয়ে দেখা করেন, কথা বলেন।

হানিফ বলেন, দেশের মধ্যে থেকে ৭১ এর পরাজিত শক্তি, ক্ষমতায় থাকতে দূর্নীতি করে আদালতে দন্ডপ্রাপ্ত হয়েছে হাওয়া ভবনের সেইসব কর্ণধররা প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের বিরুদ্ধে অপ্রচার করে যখন কোন লাভ হয়নি তখন দেশের বাইরে থেকে আলজাজিরায় কাল্পনিক উদ্ভট টাইপের একটা স্টোরি বানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ইমেজকে খাটো করার চেষ্টা করা হয়েছে।

জনসমর্থন বিহীন বিএনপি এখন দিবাস্বপ্ন দেখছে, তারা মনে করছে ষড়যন্ত্র করে সরকারের পতন ঘটানো যাবে। যে কারনে তারা সবসময় ষড়যন্ত্রের পথ খুজতে থাকে। আমরা আগেও বলেছি বিএনপি জামায়াতের কোন ক্ষমতা নেই যে, এই সরকারের পতন ঘটাবে, সরকারের পতন একমাত্র জনগনই করতে পারে নির্বাচনের মাধ্যমে। এর বাইরে কোনভাবেই সরকারের পতন ঘটানো যাবেনা। বিএনপির এই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে।

তিনি সোমবার বেলা ১১টায় কুষ্টিয়া শহরে পিটিআই রোডে নিজ বাসভবনে নবগঠিত কুষ্টিয়া টেলিভিশন ক্যামেরাপারসন এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ও স্থানীয় নেতাকর্মীদের সাথে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

এ সময় জেলা আওয়ামীলীগসহ বিভিন্ন সহযোগি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।